দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 AUG 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

আব্দুস সালাম সাগর

গত ১৮ আগস্ট ছিল বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। মানবসভ্যতার আদি পাঠ কৃষিকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল। মানবজীবনের অস্তিত্বকে অর্থবহ করতে কৃষি আজ অবধি আমাদের প্রধান অবলম্বন। বাংলাদেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা কৃষিকেন্দ্রিক। বাংলাদেশের কৃষি সংস্কৃতিতে আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়ে একটি শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো উপহার দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৬১ সালের ১৮ আগস্ট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কৃষি শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ববৃহৎ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) যাত্রা শুরু হয়েছিল। আজ এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ৫১ বছর পূর্ণ করে ৫২ বছরে পদার্পণ করলো। আন্তর্জাতিকমানের সেশনজটবিহীন শিক্ষা পদ্ধতি, উচ্চতর ও লাগসই কৃষি গবেষণা সবকিছু মিলে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন পরিণত হয়েছে 'দি সেন্টার অব এক্সিলেন্স'-এ। ময়মনসিংহ শহর থেকে মাত্র ৪ কিলোমিটার দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম প্রান্তে ১২০০ একর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম এ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬টি অনুষদের আওতায় ৪৩টি বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য বিজয় '৭১, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক 'মরণ সাগর' এবং নবনির্মিত 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি চত্বর' যেখানে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। আর জীবন্ত ফসল জাদুঘর, দেশের একমাত্র কৃষি জাদুঘর, প্লান্ট ডিজিজ ক্লিনিক, ফিশ মিউজিয়াম এন্ড বায়োডাইভার্সিটি সেন্টার, ভেটেরিনারি ক্লিনিক ইত্যাদি স্থাপনা ক্যাম্পাসে নিয়ে এসেছে নতুন এক মাত্রা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয় হারিয়েছিল তার ১৮ সূর্যসৈনিককে।

দেশের বড় বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় যখন বিভিন্ন কারণে অস্থিরতার মুখোমুখি ও শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা হুমকির মুখে, তখন দেশের কৃষি শিক্ষার প্রাচীনতম এ বিদ্যাপীঠটি তার শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে। এখানে নেই সেশনজটের দুর্বিষহ যন্ত্রণা, আছে পড়ালেখা করার উপযুক্ত পরিবেশ, রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে চমৎকার আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক। দেশের বিভিন্ন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সর্বাগ্রে। আপামর কৃষক ও দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অগণিত কৃষিবিদের কর্মদর্শনের উপর। নতুন নতুন লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন এ দেশের কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শাখাকে নিয়ে গেছে অনন্য এক উচ্চতায়। দেশে-বিদেশের নামকরা বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা গ্রাজুয়েটরা অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আর কৃষিবিদদের কল্যাণেই বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে।

'খাদ্য নিরাপত্তা' নামে যে ইস্যুটি বর্তমানে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে শোনা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালনে সদা তৎপর। কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারার সাথে সঙ্গতি রেখেই সুবর্ণ জয়ন্তী পেরিয়ে আসা এ বিশ্ববিদ্যালয় আগামী দিনগুলোতে জাতির কল্যাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে—সকলের প্রত্যাশা এটাই। শুভ হোক এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা।

● লেখক : সাংবাদিক ও শিক্ষার্থী, অনার্স শেষবর্ষ, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল: bausagor@gmail.com